৫৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষায় অব্যবস্থা ঃ শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃংখলা বিরাজ করছে। স্কুলের আসবাবপত্র সংকট, জরাজীর্ণ ভবন, দারিদ্র্য, শিক্ষকদের দুর্নীতি ও উদাসীনতা, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষক সংকট ইত্যাদি কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা বরগুনা থেকে জানান, জেলায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষিজীবী। প্রায় ১০ লাখ লোকের বাসস্থান বরগুনা জেলায়। দারিদ্র্যের কারণে শিশুরা শিক্ষার দিকে না গিয়ে শ্রম বিক্রি করছে। তারা বই, খাতা, কলম হাতে না নিয়ে বেছে নিয়েছে রিকশার হ্যান্ডেল, ইটভাঙ্গা, ফেরী করা, হোটেল ও কলকারখানায় কাজ। এ জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৭৩১টি। তার মধ্যে ৩৭৯টি সরকারী, রেজিস্ট্রিকৃত ৩১২টি এবং বেসরকারী ৪০টি।

শিক্ষা বিভাগের সূত্র মতে, জেলায় ৬ থেকে ১০ বছরের স্কুল গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার ১শ ৩৭ জন। সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাজার ২শ ৮৭ জন। প্রায় অর্ধেক শিশু স্কুলে যেতে পারছে না বেসরকারী এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ জেলায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার।

জেলার সরকারী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ১ হাজার ৬শ ৩৪টি শিক্ষকের পদ রয়েছে। কিন্তু ৬২টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। এ জেলায় ৮৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র ১ জন শিক্ষক আছেন।

জেলায় ১৯৬টি স্কুল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে। বাকী ৫৩৫টি স্কুল ঐ কর্মসূচীর আওতা থেকে বঞ্চিত।

গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, জরাজীর্ণ ভবনের কারণে যে কোনো সময় গাইবান্ধা সরকারী বালক বিদ্যালয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা করা হচ্ছে। সপ্তাহখানেক আগে ছাদের আস্তর খসে পড়ায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন।

১৮৮৫ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর এর ভবনের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার কাজ করা হয়নি। শুধু ১৯৭০ সালে ছাদের কিছু মেরামত কাজ করা হয়। এছাড়া কয়েক বছর পরপর দেয়ালে কিছু রংয়ের কাজ করা হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের পর এর আর সম্প্রসারণ হয়নি।

দীর্ঘদিন বিদ্যালয় ভবনটি সংস্কার না হওয়ায় ভবনের অবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। দরজা- জানালা যেমন পরিবর্তন করা দরকার, তেমনি এর ছাদ এবং দেয়ালের সংস্কার কাজ করাও প্রয়োজন। ক্লাস রুমের ছাদসহ প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষের ছাদও খসে খসে পড়ছে। দেয়ালের আস্তরও ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে ছাদের আস্তর খসে পড়ে ছাত্ররা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। গত সপ্তাহে প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষের ছাদ ভেঙে একটা আস্তর মাথায় পড়ায় প্রধান শিক্ষক নিজেই গুরুতর আহত হন। তাই গুরুতর দুর্ঘটনার আশংকা করছে অনেকেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই ছাদ চুয়ে পানি পড়ে।

এদিকে, বিদ্যালয়ে অন্যান্য সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপে পড়ে প্রতিটি শ্রেণীতেই অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হয় প্রতিবছর। এক একটি কক্ষে শতাধিক পর্যন্ত ছাত্র। অথচ সরকারী নীতি মোতাবেক কোনো কক্ষে ৫০ জনের বেশী ছাত্র থাকার কথা নয়। ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা বেশী থাকার কারণে মূলত হৈ চৈ-এর মধ্যে সময় কাটে। পড়াশুনা তেমন কিছুই হয় না। অনেক রুমে বসার বেঞ্চের অভাবে ছাত্রদের দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিল নেই। ওয়াল বোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে অধিকাংশ ক্লাসের। বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামটি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত না হয়ে সেটি ক্লাস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এখন।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। কিন্তু সে হিসেবে শৌচাগার নেই। যা আছে তাও ব্যবহারের অনুপযোগী। বিদ্যালয়ে অব্যাহত ভর্তির চাপের কারণে ভবন সম্প্রসারণ করে ক্লাস রুম এবং শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো দরকার। প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করা দরকার।

প্রধান শিক্ষক, হোস্টেল সুপার এবং সহকারী হোস্টেল সুপারের আবাসিক ভবনগুলো দীর্ঘদিন থেকে অব্যহৃত থাকায় সেগুলো এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এগুলোর পুনঃ নির্মাণ প্রয়োজন। হোস্টেলে কোনো স্থায়ী সুপার না থাকায় কিছু ছাত্র নিজ দায়িত্বে সেখানে থাকছে। অথচ এই হোস্টেলটি ১শ' শয্যার। এক সময় ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ীই ছাত্ররা হোস্টেলে থাকতো। এখন সেই অবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের পেছনে একটা টিনের বড় ঘর রয়েছে। সেটির অবস্থাও এখন জরাজীর্ণ। যে কোন মুহূর্তে এই ঘরটি ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।